মেহেরপুর বড় বাজারের মাংস ব্যবসায়ীকে সংশোধনের শর্তে প্রবেশনে মুক্তি

মেহেরপুর বড় বাজারের মাংস ব্যবসায়ী মোঃ শুকুর আলীকে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করে প্রবেশের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

আজ বুধবার (৩১ আগস্ট) বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ এই আদেশ প্রদান করেন।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার মেহেরপুরের বড় বাজারে পচা গরুর মাংস বিক্রয় করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ খাদ্য আদলতের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযোগের সত্যতা পেয়ে পাঁচ কেজি পচা গরুর মাংসসহ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। বারো দিন তিনি জেল হাজতে আটক থাকার পর জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

আজ বুধবার (৩১ আগষ্ট) মামলাটি চার্জ শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। আসামি আদালতে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধ করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং প্রথম অপরাধ বিবেচনায় আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে হাজতে প্রেরণের পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করে এক বছরের জন্য প্রবেশনের আদেশ দেন।

এই সময়ে তিনি প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকবেন। আদালত এই সময়ে বিধি মোতাবেক পশু জবাই, মানসম্মত মাংস বিক্রয় এবং এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ কিছু শর্ত মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন আদালত।

উক্ত শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে প্রতি দুই মাস অন্তর আদালতকে জানানোর জন্য প্রবেশন অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন। পুনরায় একই অপরাধ করলে আসামির প্রবেশন আদেশ বাতিলপূর্বক তাকে আইনানুগ সাজা ভোগের জন্য জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে বলেও আদালত আদেশে উল্লেখ করেন।

মুদি ব্যবসায়ী রড দিয়ে পিটিয়ে মাথা ফাটালেন সবজী বিক্রেতার

মুদি দোকানের পাশে কাঁচা তরকারী রাখার অপরাধে আমজাদ হোসেন (৫০) নামের এক সবজী বিক্রেত কে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে রক্তাত্ব জখম করেছে মুদি ব্যবসায় আমিন উদ্দীন।

আহত সবজী বিক্রেদা আমজাদ হোসেন মেহেরপুর শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার ফুলজার হোসেনের ছেলে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

পাশের ব্যবসায়ী আক্তারুল ইসলাম জানান, হোটেল বাজার এলাকায় আমিন উদ্দীনের মুদি দোকানের পাশেই সবজী বিক্রি করেন আমজাদ হোসেন। আজকে মুদি দোকানের পাশেই কিছু সবজী রেখেছিলেন আমজাদ হোসেন।

সবজী রাখা নিয়ে আমজাদ হোসেন ও আমিন উদ্দীনের মধ্যে প্রথমে কথাকাটি হয়। পরে দোকানোর ঝাপ নামানো রড দিয়ে আমজাদ হোসেনকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ সয্যার হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সউদ কবীর জানান, আহত আমজাদ হোসেনের মাথায় আঘাতের ক্ষত রয়েছে। তাকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।